সমকাল

তারিখ ... 17 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

সুপার গ্রেড দিতে হবে ১২ ভাগ অধ্যাপককে

■ সাব্বির নেওয়াজ

আজ নতুন প্রস্তাব দেবেন শিক্ষকরা

বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অধ্যাপকদের মধ্য থেকে ২৫ শতাংশের জন্য জনপ্রশাসনের সচিবের সমান বেতন স্কেল (গ্রেড-১) আর ওই বেতন স্কেলে কর্মরতদের ১২ শতাংশের জন্য নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ সাপেক্ষে জ্যেষ্ঠ সচিবের সমান বেতন স্কেল (সুপার গ্রেড) চালুর জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখবেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা। আজ রোববার বিকেলে শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইনের কাছে লিখিতভাবে এ নতুন প্রস্তাব দেবেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষকরা। নতুন বেতন স্কেল নিয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতাদের কাছে গত সপ্তাহে একটি 'প্যাকেজ প্রস্তাব' চেয়েছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষক নেতারা গতকাল শনিবার বৈঠক করে নতুন এ প্রস্তাব তৈরি করেছেন বলে জানিয়েছেন সমিতির নেতারা।

এদিকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ শুক্রবার রাতে লন্ডন গেছেন। তিনি ফিরবেন ২০ জানুয়ারি। শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন গতকাল শনিবার সমকালকে বলেন, রোববার শিক্ষকদের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সরকারের উচ্চ মহলের কাছে পেশ করা হবে।

সমিতির একাধিক নেতা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক কার্যক্রম টানা ছয় দিন ধরে বন্ধ থাকায় তারাও উদ্বিগ্ন। তারাও চান দ্রুত ক্লাসে ফিরে যেতে। তাই দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংকট নিরসনে তারা সরকারের জন্য 'সহজে বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাব' তৈরি করেছেন।

নতুন প্রস্তাবে যা রয়েছে : শিক্ষকরা জানিয়েছেন, নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অধ্যাপকরা জাতীয় বেতন স্কেলের তৃতীয় গ্রেডভুক্ত (জনপ্রশাসনের যুগ্ম সচিবের সমান) হবেন। ক্রমান্বয়ে তারা নির্দিষ্ট শর্তাবলি পূরণ করে গ্রেড-২ এ উন্নীত হবেন। পরবর্তীকালে মোট অধ্যাপকের ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

সুপার গ্রেড দিতে হবে ১২ ভাগ

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

২৫ শতাংশ গ্রেড-১ভুক্ত হতে পারবেন। আর গ্রেড-১ এ কর্মরত মোট অধ্যাপকের ১২ শতাংশ শিক্ষককে নির্দিষ্ট শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে দিতে হবে। এ প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে তারা বলেছেন, ৮০'র দশকে এরশাদ সরকারের আমলে প্রশাসনে সচিবের সংখ্যা ছিল ৪০। সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট অধ্যাপকের ২৫ শতাংশকে গ্রেড-১ভুক্ত (সচিবের সমান) করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সে সময়ে যদি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা এ সুবিধা পেয়ে থাকেন তবে বর্তমান গণতান্ত্রিক আমলে কেন পাবেন না?

এ প্রস্তাব বাস্তবায়নে ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষককে সুপার গ্রেডভুক্ত (জ্যেষ্ঠ সচিবের সমান পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল) করতে হবে। বর্তমানে সরকারের সচিবের সংখ্যা ৭৪। তাদের মধ্য থেকে সুপার গ্রেডভুক্ত জ্যেষ্ঠ সচিব হয়েছেন ১০ জন। অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে সিলেকশন-গ্রেডপ্রাপ্ত (গ্রেড-১) অধ্যাপকের সংখ্যা ৮০২। গতকাল শনিবার শিক্ষক সমিতির সভায় অংশ নেওয়া একাধিক নেতা জানান, তারা আমলাদের চেয়ে বেশি সুবিধা চাননি। তাদের হিসাবে, সর্বোচ্চ ১০ জনকে জ্যেষ্ঠ সচিব করার সরকারি সিদ্ধান্ত রয়েছে। মোট ৭৪ জনের মধ্যে ১০ জন জ্যেষ্ঠ সচিব হলে শতকরা হিসাবে তা মোট সচিবের সাড়ে ১২ শতাংশ। শিক্ষকরাও সমানুপাতিক হারে এ সুবিধা চাইছেন।

শিক্ষকদের নতুন প্রস্তাবে সুপার গ্রেডের অধ্যাপককে 'ডিস্টিংগুইস্ট প্রফেসর' আর গ্রেড-১-এর অধ্যাপককে 'সিনিয়র প্রফেসর' পদবি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। গ্রেড-১ থেকে সুপার গ্রেডে যেতে একজন অধ্যাপকের জন্য তার সারাজীবনের মোট গবেষণাকর্ম, নতুন প্রকাশনা, পিএইচডি সুপারভিশনের সংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনায় নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় অধ্যাপক ও প্রফেসর ইমেরিটাসদের মতো বরেণ্য ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে অসম্মান না করে বেতন স্কেলের বাইরে নিয়ে উচ্চ সম্মান দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক এসএসএম মাকসুদ কামাল গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্য সেন হলের প্রাধ্যক্ষের কার্যালয়ে বসে সমকালকে জানান, তারা কেবল বেতন-ভাতার জন্য আন্দোলনে নামেননি। এর সঙ্গে সামগ্রিক উচ্চশিক্ষার মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত। আগামী দিনে প্রকৃত মেধাবীরা শিক্ষকতায় আসবে কি-না, তারা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দিয়ে দেশের জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে উদ্যোগী হবে কি-না, সুনাগরিক গড়ে তুলবে কি-না– এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও এর সঙ্গে জড়িত।

প্রফেসর ইমেরিটাস ইস্যু : দেশের ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে আটজন প্রফেসর ইমেরিটাস রয়েছেন। বয়স ৬৫ পূর্ণ হওয়ার পর চাকরি থেকে স্বাভাবিক অবসরে গিয়ে সরকারের বিশেষ থোক বরাদ্দপ্রাপ্তি সাপেক্ষে বরেণ্য শিক্ষকদের 'প্রফেসর ইমেরিটাস' পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। আগে এ পদের মেয়াদ আজীবন হলেও সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তা সাত বছর নির্ধারণ করেছে। সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয় অধ্যাপক ও প্রফেসর ইমেরিটাসদের সুপার গ্রেডে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর বিরোধিতা করেছে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন। ফেডারেশনের মহাসচিব এএসএম মাকসুদ কামাল সমকালকে বলেন, 'তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষক নন। কোনো বেতন কাঠামোর মধ্যেই তারা থাকেন না। শ্রেণীকক্ষে যাওয়া তাদের জন্য বাধ্যতামূলকও নয়। তাই তাদের বেতন স্কেলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে যেন অসম্মান করা না হয়। তাদের আরও বড় কোনো সম্মানজনক পদে বসানো হোক।'

সেশনজটের পদধ্বনি : এদিকে শিক্ষকদের টানা ছয় দিনের কর্মবিরতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেশনজটের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। উপাচার্যরাও চাইছেন না বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকুক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত কয়েক বছরে একদিনও বন্ধ থাকেনি শিক্ষা কার্যক্রম। হরতালেও চলেছে ক্লাস ও পরীক্ষা। কিন্তু জাতীয় বেতন স্কেলের বৈষম্য দূরসহ তিন দফা দাবিতে গত ১১ জানুয়ারি থেকে দেশের ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ১৫ হাজার শিক্ষক টানা কর্মবিরতি পালন করছেন। এ কারণে জানুয়ারি থেকেই নতুন সেশনের ক্লাস শুরু হওয়ার কথা থাকলেও এখনও শুরু হয়নি। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি, ভূগোল ও পরিবেশ, কম্পিউটার বিজ্ঞান অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংসহ কয়েকটি বিভাগে আগে থেকেই সেশনজট রয়েছে। শিক্ষকদের কর্মবিরতিতে পিছিয়ে পড়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও। সবচেয়ে শঙ্কায় রয়েছেন আইন, ভূগোল ও গণিত বিভাগের শিক্ষার্থীরা। একই অবস্থা চলছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েও। সেখানে অনেক আগে থেকেই মনোবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, অর্থনীতি, বাংলা, হিসাববিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, সমাজকর্মসহ বেশ কয়েকটি বিভাগে সেশনজট রয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান, পপুলেশন সায়েন্স, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা, চারুকলা, ফাইন্যান্স, ইংরেজিসহ বেশ কয়েকটি বিভাগে অন্তত আট-দশ মাসের সেশনজট রয়েছে। শিক্ষক কর্মবিরতির কারণে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের প্রায় ৩০টি চূড়ান্ত পরীক্ষা আটকে গেছে। ফলে সব শিক্ষার্থীই তাদের শিক্ষাজীবন নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন।